Pri/Edu

দৈনিক বাংলা

তারিখ 11 DEC 1986
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

015

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

প্রাথমিক স্তরে শিক্ষা বিস্তার

ইউনেস্কো ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক এক সেমিনারে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রের বিভিন্ন সমস্যা বিষয়ে আলোচনা করা হয়। চীন, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড এবং স্বাগতিক দেশ বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধিরা এই সেমিনারে অংশ গ্রহণ করেন।

আমাদের দেশের প্রাথমিক শিক্ষাঙ্গনে সমস্যা একাধিক। প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার আমাদের কাম্য। কিন্তু শিক্ষা বিস্তারের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়নি। বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী যেমন শিক্ষায় আগ্রহ দেখায় না, তেমনি তাদের জায়গা দেবার উপযোগী যথেষ্ট সংখ্যক স্কুলও নেই। শতকরা পঞ্চাশ ভাগ ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় ফেল করে। অর্ধেক ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা মাঝপথেই বন্ধ করে দেয়। শিক্ষার সমস্যার কথা বলতে গেলে শিক্ষকের সমস্যার কথাও আসে। শিক্ষকের ব্যক্তিগত সমস্যা তো আছেই। শিক্ষক হিসাবেও তাদের প্রশিক্ষণের ঘাটতি আছে। শিক্ষকের অভাবও আছে।

প্রধান অতিথির ভাষণে বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা সচিব দেশের স্কুলে যাবার বয়সী সব ছেলেমেয়ের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার জন্যে বর্তমান ৪৪ হাজার প্রাথমিক স্কুলের পাশাপাশি আরো ২৫ হাজার নতুন স্কুল স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছেন। নতুন স্কুল অবশ্যই দরকার। তবে সেই সঙ্গে দেখতে হবে যেসব স্কুল আছে, তার অনেকগুলিই লেখাপড়া চালাবার অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। সে স্কুলগুলির অবস্থা ভাল করা না গেলে প্রাথমিক শিক্ষায় বাঞ্ছিত লক্ষ্যে পৌঁছানো যাবে না। কোন স্কুলের দালান আছে, চেয়ার টেবিল নেই, কোথাও আবার চেয়ার টেবিল আছে কিন্তু ব্ল্যাক বোর্ড নেই, শিক্ষক নেই, কোথাও বা দালানই নেই—এমন পরিস্থিতি বলেই স্কুলগুলির অবস্থা উন্নয়নে উদ্যোগ নেয়া দরকার। স্কুলগুলিতে যথারীতি লেখাপড়া হবে এরকম নিশ্চয়তা না থাকলে স্কুল প্রতিষ্ঠা হলেও লাভ হবে না। তবে দুটো কাজই পাশাপাশি চালাতে হবে।

বিশ্বব্যাংকের সদ্য প্রকাশিত 'উন্নয়নশীল দেশে শিক্ষাখাতে বিনিয়োগ' শীর্ষক এক পুস্তিকায় উন্নয়নশীল দেশে শিক্ষাখাতে ব্যয় হ্রাস পেয়েছে বলা হয়েছে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির বর্ধিত জনসংখ্যা প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় চাপের সৃষ্টি করেছে। অছাড়া এসব দেশে বন্টন বৈষম্য আছে, বিভিন্ন স্কুলের মধ্যে সম্পদ বরাদ্দের ক্ষেত্রে অনিয়ম আছে। বিভিন্ন আয়ের গ্রুপে শিক্ষা খাতে ব্যয়ের তারতম্য আছে। বিশ্বব্যাংকের পুস্তিকায় বলা হয়েছে এসব কারণে শিক্ষাক্ষেত্রে তৃতীয় বিশ্বের অবদান নগণ্য। শিক্ষাখাতে ব্যয় দ্বিগুণ করা না গেলে ২০২৫ সাল নাগাদ সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী ব্যর্থ হবে বলে পুস্তিকায় মন্তব্য করা হয়েছে।

বাংলাদেশ একটি দরিদ্র দেশ। আমাদের দেশে বন্টন বৈষম্যও আছে। দারিদ্র এবং বন্টন বৈষম্য প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের পথে কিভাবে বাধা হয় তা আমরা জানি। এক সঙ্গে সব বাধা দূর করা সম্ভব নয়। কারণ আমাদের অর্থ সম্পদ নিতান্তই সীমিত। কিন্তু শিক্ষা বিস্তারের স্বার্থে একে একে এসব বাধা দূর করার লক্ষ্য থাকতে হবে। শিক্ষা বিষয়ক কর্মসূচী নির্দিষ্ট লক্ষ্য অনুযায়ী পরিচালিত হওয়া উচিত। একটা সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচীর বিশেষ অংশ হিসাবেই শিক্ষা বিস্তারে সাফল্য সম্ভব।